আমি মুসলমান

মুসলমানের আদর্শ এবং বৈশিষ্ট্য

প্রথম খণ্ড

মুস্তাফিজ ইবনে আনির

হসন্ত

সূচিপত্র

শুরুজীবন/চরিত্রটির জীবনালেখ্য	১৩
আই অ্যাম মুসলিম/আসসালামু আলাইকুম!	১৫
ব্যবহারাচরণ/আপনার দ্বারা সম্ভব	২২
বৃদ্ধাশ্রম/পিতা-মাতার সেবা	২৯
রিজিক/আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখি	৩৮
ধৈর্যশীল/মুসলমান কখনো ভেঙে পড়ে না	৪৫
অন্যের হক/জবাব দিতে হবে	৫৫
জুলুম/সেদিন কী হবে!	৬৬
গালি-গালাজ/আমরাও পারি	৭৩
রোগীর সাক্ষাৎ/উত্তম কাজে যাই	৭৯
আমানত/আই অ্যাম মুসলিম ২	৮৬
সুদি/তোমরা এগিয়ে এলেই সম্ভব	১০১
উত্তম মানুষের সাথে সাক্ষাৎ/চলো যাই?	১০৯
ঘি-ভাত/গিবত	১১৬
অল্পে তুষ্টি/জীবনের সুখ	১২১
ত্যাগ ও সহমর্মিতা/আত্মার প্রশান্তি	১২৭
কৃপণতা/তার সাথে বন্ধুত্ব নেই	১৩৫
কৃতজ্ঞ ধনী/ধনাঢ্য বিপ্লব	১৩৮
রিয়া/লোকপ্রদর্শনমূলক কার্যকলাপ	১৪৫
স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার/ভালোবাসার ফুল	১৫০
প্রতিবেশী/আমার সাহস	১৫৮
মৃত্যুকামনা/বাঁচার আকুতি	১৬৬

মূর্খদের এড়িয়ে চলা/আমার জন্য সবক	১৭১
সত্যবাদী/বড়ই অভাব	১৭৮
মীমাংসা/মৌলভির কাণ্ড	১৮২
ওয়াদা/যে বিষয়ে গর্ব করি	১৮৯
অন্যের প্রয়োজন পূরণ/মানসিক শান্তি যেখানে	১৯৫
বিশ্বাসঘাতকতা/উড়ালপক্ষী	১৯৯
নির্জনতা পরিহার/আঁধারে মিশে যাওয়া	২০৪
মিথ্যা বলা/মৌলভি সাব	২১০
শুনছেন ভাই!/দোষচর্চা	২১৫
দোষচর্চা ২/মুখোশ উন্মোচন	২২০
হিংসা-বিদ্বেষ/ধ্বংস দুনিয়া	২২৭
গরিব অসহায় মুসলিম/সবার চোখে হাসব আমি	২৩১
ব্যাবসা/আহমাদ ব্যবসায়ী	২৩৬
আত্মীয়তার বন্ধন/শক্ত এক প্রাচীর	২৪৫
সৎ কাজের আদেশ/আহমাদের দল	২৫৩
লেনদেন-ঋণ পরিশোধ/খাঁটি মুসলমান	২৬২
বিনয়/আমি বড় হতে চাই	২৬৮
কষ্ট দেওয়া/ভুল পথিক	২৭৩
রাগ/অতঃপর তালাক	২৭৮

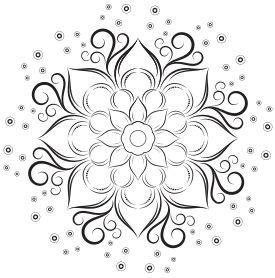

শুরুজীবন

চরিত্রটির জীবনালেখ্য

মুহাম্মাদ ওরফে আহমাদ—এই একটি নামেই জীবনের যত গতি যত ছন্দ। নামটির সাথে গভীরভাবে মিশে আছে শৈশব, শিক্ষা, আদর্শ, নিষ্ঠা, শিষ্টাচার। আহমাদ অতি উত্তম একটি চরিত্র। আমাদের এই গণতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী অসুস্থ সমাজেই বেড়ে ওঠা তার। শেখার শৈশব কাটে ভোরের আলোয় কায়দা বুকে মসজিদে, আর দ্বিপ্রহর স্কুলের মাঠে। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের চঞ্চল প্রকৃতির সন্তান। প্রচলিত দশটি পরিবারের মতোই তাদের জীবনযাত্রা।

কৈশোর কাটে মাদরাসার চার দেয়ালে আর যৌবন কাটে মাদরাসা ও কলেজের আঙিনায়। কলেজের আঙিনায় শুধু পরীক্ষার সময়টিতে দেখা যেত তাকে। ব্যক্তিগত গাড়িটি মাদরাসার পথেই অধিক চলত, তাই সেও দৌড়াল মাদরাসার সুবিশাল রাস্তা ধরে। দৌড়ে একেবারে সমাপ্ত প্রান্তে। সমাপ্ত প্রান্তে একটি সৃজিত ঘর, 'দাওরা' যাকে বলে। এর পরের রাস্তাগুলো বড়োই কষ্টজর্জরিত। ইফতা, উলুমুল হাদিস, তাখাসসুস, উসুলে তাফসির-সহ নানান বিভাগ।

আহমাদের পছন্দ-তালিকায় স্থান পায় তাফসির বিভাগ। কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং গবেষণা। কুরআন গবেষণার পূর্ব পর্যন্ত তার ক্ষুদ্র ধারণা আর সুবিশাল চিন্তা-ভাবনায় অন্যদের তুলনায় খুব একটা তফাত আসেনি; অন্যদের মতো চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকা ভাবনাতেই অনেকটা বেড়ে উঠেছে। তবুও মনে হয় যেন দশজনের সাথে আহমাদের চিন্তা এবং চেতনার আকাশ-পাতাল ফারাক রয়েছে। ভাবনা এবং আচরণবিধিও অন্যদের থেকে ভিন্নরকম। একটু আলাদা। কারও সাথে খুব সহজে তার মিল পড়ে না। কেন পড়ে না,

এর সঠিক জবাব আহমাদের কাছে নেই। সে জানে না। সে শুধু অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকে কুরআনের তাফসিরের গভীরতা নিয়ে।

কুরআনের অতল গভীরতায় হারিয়ে যাবার পর আহমাদের চিন্তায় আসে পরিবর্তন। ভাবনায় ধরা দেয় বিশালতা। জানতে থাকে কতশত অজানা কথা। ইসলামি বিধান আর নীতি-নৈতিকতা। আদর্শ এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। নিজেকে তৈরির স্বপ্ন-ধাঁচে সাজায় কঠিন পরিকল্পনা। আমূল পরিবর্তন আনে নিজস্ব সব চিন্তা-ভাবনায়। সমাজকে দেখায় বুড়ো আঙুল। সমাজ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বসবাস করেও তার সিরাত-সুরত (পোশাক এবং আদর্শ) ইসলামি বৈশিষ্ট্যে চির শোভিত। অন্যদের চক্ষু যেন ছানাবড়া! সে চলে ইসলামি আদর্শেই। লোক-সমাজ নয়, কুরআন আর ইসলাম যা বলে, তা-ই আহমাদের জীবনের পাথেয়। ইসলামের বৈশিষ্ট্য তার দেহাবয়বে। আদর্শ মুসলিম হবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

আহমাদের প্রশ্ন—নামাজ, রোজা আর হজ জাকাতেই কি ইসলাম সীমাবদ্ধ?

প্রভুর দেওয়া আমলগুলো ছিল প্রভুকে পাবার উত্তম একটি পন্থা মাত্র। মাধ্যম যাকে বলে। তা আদর্শ মুসলমান হওয়ার মানদণ্ড নয়। আদর্শ মুসলমান হবার জন্য ইসলামের বৈশিষ্ট্য-আদর্শ অঙ্গে লেপন আবশ্যক।

আমাদের এই গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী দূষিত শহরে আহমাদের শিক্ষা এবং কর্মস্থল, জীবনের ভাঁজে ভাঁজে ইসলামের আদর্শ ধারণের বৈশিষ্ট্যসমূহ ক্রমান্বয়ে তুলে ধরা হবে। দূষিত সমাজে ইসলামের বৈশিষ্ট্য ধারণ করেও যে গর্বের সাথে জীবনযাপন করা যায়, আহমাদ এর উজ্জ্বল নমুনা।

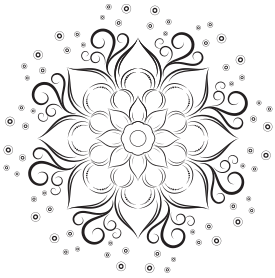

আই অ্যাম মুসলিম

আসসালামু আলাইকুম!

ভার্সিটি, মাদরাসা, অথবা বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের মজলিসে যেখানেই যখনই প্রবেশ করুক, সালাম দিতে এক মুহূর্ত খেয়াল-শূন্য হয় না আহমাদ। এটা তার নিত্য অভ্যাস। স্বভাবও বলা যেতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র আমলটি সে নিয়মিত পালন করে। এর পেছনে যথেষ্ট কারণও আছে।

'আসসালামু আলাইকুম'—শুধু আরবি বাক্যই নয়; মুসলমানের ওপর বিশেষ এক নেয়ামত। উত্তম দোয়া। সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির সেতুবন্ধন। শত্রুতা ও বিচ্ছেদের মহৌষধ। পারস্পরিক ভালোবাসা তৈরির সূচনাবাক্য। অতি উত্তম একটি সম্ভাষণ।

> 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'

হৃদয় থেকে যখন কাউকে উদ্দেশ্য করে এ স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হয় আর বিপরীতে যখন কেউ বলে,

> 'আপনার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক'

এই দুজন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির সেতুবন্ধন তৈরি না হয়ে পারে!

আহমাদের সালাম আসে অন্তরের অন্তস্তল থেকে। অর্থ বুঝে সালাম প্রদান করে সে। সালাম একটি শান্তির দোয়া, তাই সে হাসি ঠোঁটে সালামের বাক্যটি উচ্চারণ করে। তার এই উচ্চারিত বাক্যটি ভার্সিটির ক্লাসে কারও কারও জন্য বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিছুটা অসহ্যের কারণও বয়ে আনে। যারা

নামে মুসলমান এবং সালামের অর্থ ও এর তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের একজন রোহান।

রোহান একদিন বিরাগী হয়ে আহমাদকে ডেকে বলেই ফেলে—ওই মিয়া! যেখানে-সেখানে এভাবে সালাম দিতে হয় নাকি? রাস্তা কিংবা ক্লাস নেই, যখন-তখন টাস করে সালাম দিয়ে দেন। ক্লাসে অনেকেই অনেক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আপনি সালাম দিয়ে সবার আকর্ষণ আপনার দিকে করে নেন। এটা হলো কিছু!

ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি লুকিয়ে আহমাদের জবাব ছিল—প্রিয় ভাই, আমি মুসলমান! ইসলাম আমাকে সবার ওপর শান্তি বর্ষিত হওয়ার জন্য একটি উত্তম দোয়া শিখিয়ে দেয়। সেই উত্তম দোয়ার নামই 'সালাম'। যে প্রথমে এই বাক্যটি উচ্চারণ করবে, সে অধিক পুণ্যের অধিকারী হবে। আর যে উত্তর নেবে, সে পাবে সামান্য কিছু; দশ নেকি। আমার অধিক পুণ্য দরকার তাই শান্তির বাক্য আগেই ব্যবহার করি। তা ছাড়া কারও জন্য শান্তির দোয়া করতে মানসিক শক্তি আবশ্যক। সবাই এটা পারে না। সকলের দ্বারা হয় না। আমি পারি তাই সবাইকে লক্ষ্য করে সালাম প্রদান করি। এই সম্পর্কে তোমাকে কুরআন হাদিস কিছুটা বিস্তারিত শোনাব। সালাম প্রদানের ব্যাপারে কুরআন আমায় শেখায়,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

> হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না।[১]

উক্ত আয়াতের কারণে কোথাও প্রবেশের পূর্বে সালাম প্রদান করি। সালাম দ্বারা এখানে শুধু শান্তি বর্ষণই নয়, গৃহবাসী লোকদের সতর্ক করা এবং আমি যে গৃহে প্রবেশ করতে চাচ্ছি, তার অনুমতি চাওয়া উদ্দেশ্য হয়। একই বাক্য উচ্চারণে বহুবিদ সংখ্যা বোঝানো হয়। আর আরবিতে এটাকেই বলে বালাগাত।

১. সুরা নুর, আয়াত নং ২৭

সালামটাকে শুধু আরবি একটি সাধারণ বাক্য ভাববে না। সালামের অর্থ এবং গভীরতা সম্পর্কে সম্যক চিন্তা করবে, তা হলে অনুধাবন করতে পারবে, সালাম আসলে শব্দে সংক্ষিপ্ত হলেও কত মর্মবোধক উন্নত বাক্য! ওই যে! ক্লাসের ঘণ্টা বেজে গেছে। ক্লাস শেষ হবার পর বাকি কথা হবে। তুমি কিন্তু ক্যাম্পাসে থেকো!

*****

ঘণ্টা শেষ। আশপাশে কোথাও রোহানের নাম-গন্ধ নেই। আহমাদ খুঁজছে আর ভাবছে, তার কি সালাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ আছে? সে-তো থাকে ভিন্ন চিন্তায়। হয়তো-বা কারও অপেক্ষায়! তখন একটু সুযোগ পেয়েছিল তাই আহমাদকে কিছু শুনিয়ে পগারপার। এক প্রকার মানুষ যেমন নিজস্ব চিন্তার বিপরীতে কেউ বললে জোশের সাথে যুক্তিহীন লম্বা কথা শুনিয়ে উধাও হয়ে যায়। রোহানের কাজটিও ছিল এমন। যুক্তিহীন প্রতিবাদ করে এখন নিরুদ্দেশ।

ক্যানটিনে থাকার সম্ভাবনা আছে। নাহ, এখানেও নেই। ওই তো কজনকে নিয়ে মাঠের কিনারে বসে আছে। হাসি-তামাশা ও গল্প করছে। দ্রুত কদম ফেলে রোহানের নিকটবর্তী হয়ে আহমাদের সালাম। কপাল কুঁচকাল রোহান। মুচকি হেসে আহমাদ বলল, বসো, বসো! খুব বেশি সময় নেব না। তোমাকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সামান্য দুয়েকটি আয়াত শুনিয়েই উঠে যাব। সালাম নিয়ে যেহেতু তোমার প্রশ্ন রয়েছে, তাই জবাব দিচ্ছি; নয়তো এভাবে আমি বলি না। সালামের কল্যাণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً

> যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এ হবে আল্লাহর নিকট থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন।[২]

এখন তুমি বলো? আমি কি তোমাদের কল্যাণ চাইব না?
তোমরা আমার সতীর্থ এবং আপনজন। তোমাদের কল্যাণ চাওয়া আমি আবশ্যক মনে করি, তাই সালাম প্রদানের মাধ্যমে কল্যাণ কামনা করি। তুমি

২. সুরা নুর, আয়াত নং ৬১

আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে যে, এভাবে হুটহাট জনসম্মুখে কেন সালাম দিই? অথচ আল্লাহ তায়ালা জনসম্মুখে সালামের ব্যাপারে বলেন,

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٤﴾ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٢٥﴾

> তোমার নিকট ইবরাহিমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা ইবরাহিমের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম। উত্তরে সে বলল, সালাম...।[৩]

উক্ত আয়াতের শিক্ষাতেই জনসম্মুখে সালাম প্রদান করি। কুরআন আমাকে সালাম প্রদানের সবক দেয়। কুরআন আমার শিক্ষাগ্রন্থ। কুরআন আমাকে শেখায়। যেভাবে শেখাবে, শিখতে হবে। আমি মুসলমান। কাউকে সালাম প্রদান আমার আদর্শ এবং বৈশিষ্ট্য। তোমাকে এবার একটি হাদিস শোনাই; মনোযোগ দিয়ে শুনবে—

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : أَيُّ الإِسلاَمِ خَيْرٌ ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ * متفقٌ عَلَيْهِ

> আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামের কোন কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, (ক্ষুধার্তকে) অন্নদান করবে এবং পরিচিত-অপরিচিত-নির্বিশেষে সকলকে (ব্যাপকভাবে) সালাম প্রদান করবে।[৪]

আমাকে আদেশ করা হয়েছে অধিক পরিমাণে সালাম প্রদানের জন্য। ব্যাপকভাবে সালামের প্রচলন ঘটানোর জন্য। তাছাড়া আমি শুধু সালাম প্রদানেই ক্ষান্ত থাকি না। সাধ্যের মধ্যে ক্ষুধার্তকে অন্নদানও করি। মুসলমান হিসেবে এটাই আমার বৈশিষ্ট্য। আরও দুটো হাদিস শোনো, তোমার কাজে আসবে। আরে বসো, তুমিও তো মুসলমানের সন্তান; শুনে রাখো, ভবিষ্যতে বিরাট উপকারে আসবে—

---

৩. সুরা যারিয়াত, আয়াত নং ২৪–২৫

৪. বুখারি: ১২, ২৮; মুসলিম: ৩৯; তিরমিজি: ১৮৫৫; নাসায়ি: ৫০০০; আবু দাউদ: ৫১৯৪।

> একটি কাজের কথা বলে দেব, তোমরা তা করতে শুরু করলে একে অপরকে ভালোবাসতে লাগবে? (তা হলো) তোমরা একে অন্যকে বেশি বেশি সালাম দেবে।[৬]

সালামের যে কতখানি আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, তুমি হয়তো এখন বুঝবে না। সামান্য একটু বোঝার জন্য একটা কাজ করতে পারো। যাও, গিয়ে তোমার শত্রু জাবেদ ভাইকে হাসিমুখে একটা সালাম দাও। আশা করি এবং বিশ্বাস রাখি, কিছুটা উপলব্ধি হবে তখন।

'সালাম' নামক উত্তম বাক্যটি তোমার-আমার এবং মুসলমানদের জন্য বড় একটি নিয়ামত। এই বিশাল নিয়ামতকে হেলায়-ফেলায় আর সামাজিক অবহেলার দিকে ঠেলে দিতে পারি না। আমি তো তোমাদের মুহাব্বাত চাই। চাই ঝরনার পানির মতো স্বচ্ছ ভালোবাসা। আমরা প্রত্যেকেই মুহাব্বাতের সাথে চলি, তাই সালাম প্রদান করি। তোমাকে আরেকটি হাদিস শোনাই—

> وَعَنْ الطُّفَيْلِ بنِ أُبَيّ بنِ كَعبٍ: أَنَّه كَانَ يَأْتِي عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، فَيَغدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ، قَالَ: فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ، لَمْ يَمُرَّ عَبدُ الله عَلَى سَقَّاطٍ وَلاَ صَاحِبِ بَيْعَةٍ، وَلاَ مِسْكِينٍ، وَلاَ أَحَدٍ إِلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ، قَالَ الطُّفَيْلُ: فَجِئْتُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يَوْماً، فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَصْنَعُ بِالسُّوقِ، وَأَنْتَ لا تَقِفُ عَلَى البَيْعِ، وَلاَ تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ، وَلاَ تَسُومُ بِهَا، وَلاَ تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ ؟ وَأَقُولُ: اجْلِسْ بِنَا هاهُنَا نَتَحَدَّث، فَقَالَ: يَا أَبَا بَطْنٍ ـ وَكَانَ الطفَيْلُ ذَا بَطْنٍ ـ إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلاَمِ، فنُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيْنَاهُ .

> তুফাইল ইবনে উবাই ইবনে কাব থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কাছে আসতেন এবং সকালে তার সাথে বাজারে যেতেন। তিনি বলেন, যখন আমরা সকালে বাজারে যেতাম, তখন তিনি প্রত্যেক খুচরা-বিক্রেতা, স্থায়ী ব্যবসায়ী, মিসকিন, যেকোনো ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে তাকে সালাম দিতেন। তুফাইল বলেন, আমি একদিন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নিকট গেলাম। তিনি আমাকে

৬. মুসলিম: ৫৪; তিরমিজি: ২৬৮৮; আবু দাউদ: ৫১৯৩; ইবনু মাজাহ: ৬৮; আহমাদ: ৮৮৪১

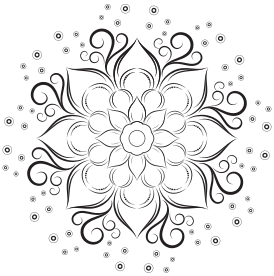

ব্যবহারাচরণ

আপনার দ্বারা সম্ভব

কলকাতা শহরের লম্বা বাস, খুব একটা দ্রুতগামী না। শহরের যে যানজট, আস্তেধীরে এগোতে হয়। সিটভর্তি যাত্রী থাকে সর্বদাই। হলদে রঙের পোশাকে আছে কন্ডাক্টর। একজন যাত্রীর উদ্দেশে কর্কশ গলায় চ্যাঁচিয়ে উঠলেন তিনি। নীরস গলায় বললেন, কী দাদা! ভাড়াখান কম দিলেন ক্যান?

যাত্রীর মাথায় নীলচে টুপি। মুখে রয়েছে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সমান্তরালে ছেঁটে রেখেছে। কলকাতার মুসলমান; স্বভাবে রয়েছে গম্ভীর ভাব। ভর্ৎসনা সহ্য করতে পারে না।তার আশপাশে বাসভর্তি ভিন্ন ধর্মের মানুষজন। কন্ডাক্টরের সাথে মুসলমান যাত্রীও চ্যাঁচিয়ে উঠল। দুজনেই জড়িয়ে গেল তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডায়। আহমাদ একটু দূরে বসা। বিষয়টি লক্ষ করছে সে।

নিজস্ব আসন থেকে উঠে এলো আহমাদ। এগিয়ে এসে যাত্রী এবং কন্ডাক্টরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে বিষয়টির মীমাংসা করল সে। আহমাদের সুরাহাটি মুসলমান যাত্রীর পছন্দ হলো না। সে তর্কে জড়াতে চাচ্ছিল আর আহমাদ সে সময় তাকে থামিয়ে দিলো। তৎক্ষণাৎ আর মুসলমান যাত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করল না। যথাস্থানে নেমে পড়ল। নেমেই হাঁটা ধরল। আহমাদও হাঁটছে। লোকটির পিছু নিয়েছে।

কিছুদূর হাঁটার পর নীরস গলায় আহমাদকে জিজ্ঞেস করল—কী বে! কোথায় যাবেন আপনি? আমার পিছু নিয়েছেন ক্যান?

এই যে বাসে আপনি প্রতিবাদ করলেন, এই ভাষাটা আরেকটু ভিন্ন হতে পারত। অতি নম্র ও বিনয়ের সাথেও বলা যেত। কারণ, ওরা ছিল অমুসলিম এবং একধরনের প্রতিবেশী। ওদের সাথে উত্তম আচরণেই আশেপাশের সকলেই মুগ্ধ হবে। সদাচার অব্যাহত রাখার গুরুত্ব বোঝাতে আল্লাহ বলেন,

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۖ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ۭ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَ اَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ

> আর স্মরণ করো, যখন বনি ইসরাঈলের শপথ নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবে না এবং মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, অনাথ ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে, মানুষের সাথে সদালাপ করবে, নামাজ আদায় করবে এবং জাকাত দেবে। কিন্তু অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া তোমরা অগ্রাহ্যকারী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে।[৮]

মানুষের সাথে সদাচরণ—এটা কিন্তু আমাদের শিক্ষা, মুসলমানদের সবক, আমাদের আদর্শ এবং বৈশিষ্ট্য। আমরা যাকে অনুসরণ করি সেই রহমতের নবি ﷺ-এর সদাচরণে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে অগণিত পথভোলা মানব। তাকেও এ ব্যাপারে সবক দেওয়া হয় কুরআনে—

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۪ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

> আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজেকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর আপনি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহর ওপর নির্ভর করবেন; নিশ্চয় আল্লাহ (তার ওপর) নির্ভরকারীদের ভালোবাসেন।[৯]

৮. সুরা বাকারা, আয়াত নং ৭৩

৯. সুরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১৬৯